অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রীবলরামের প্রলম্বাসুর বধ

এই অধ্যায়ে প্রলম্বাসুর বধের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বৃন্দাবনে আনন্দে খেলা করবার সময় শ্রীবলদেব প্রলম্বাসুরের স্কন্ধে আরোহণ করে তার মাথায় মুষ্টির আঘাত করে তাকে সংহার করেছিলেন।

কৃষ্ণ ও বলরামের লীলা বিহারস্থল শ্রীবৃন্দাবন গ্রীষ্মকালেও বসন্তের সকল গুণাবলীতে ভূষিত থাকত। সেই সময়ে শ্রীবলরাম ও সমস্ত গোপবালক পরিবেষ্টিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ ক্রীড়ায় মগ্ন থাকতেন। একদিন তাঁরা যখন একাগ্রচিত্তে নৃত্য, গীত ও ক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন, তখন প্রলম্ব নামক এক অসুর গোপবালকের ছদ্মবেশে তাঁদের মাঝখানে প্রবেশ করল। সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরটিকে দেখতে পেলেন, কিন্তু কিভাবে তাকে হত্যা করা যায় সেই কথা চিন্তা করেও, তার সঙ্গে তিনি বন্ধুরূপেই আচরণ করতে লাগলেন।

কৃষ্ণ তখন তাঁর তরুণ সখাবৃন্দ ও বলদেবের কাছে প্রস্তাব করলেন যে, তাঁরা প্রতিযোগী দলে বিভক্ত হয়ে একটি খেলা খেলবেন। কৃষ্ণ ও বলরামের নেতৃত্বে দুটি দল হল এবং ঠিক হল যে, যে দল হারবে তাঁরা বিজয়ীদের তাঁদের স্কন্ধে বহন করবেন। এই কথা অনুযায়ী বলরামের দলের সদস্য শ্রীদাম ও বৃষভ যখন বিজয়ী হল, তখন কৃষ্ণ এবং তাঁর দলের অন্য একজন বালক তাঁদেরকে স্কন্ধে বহন করেছিলেন। প্রলম্বাসুর ভেবেছিল যে, অপরাজেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিযোগিতার জন্য অত্যন্ত বৃহৎ প্রতিপক্ষ-স্বরূপ হবেন, তাই তাঁর পরিবর্তে অসুরটি বলরামের সঙ্গে লড়াই করেছিল এবং পরাজিত হয়েছিল। শ্রীবলরামকে তার স্কন্ধে আরোহণ করিয়ে প্রলম্বাসুর অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু বলরাম সুমেরু পর্বততুল্য ভারী হয়ে উঠলে পর, অসুরটি তাঁকে বহন করতে অক্ষম হয়ে তার আসল আসুরিক মূর্তি ধারণ করল। সেই ভয়ঙ্কর রূপ দর্শন করে, বলরাম তাঁর মুষ্টির দ্বারা অসুরের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করলেন। ঠিক যেভাবে দেবরাজের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বজ্র পর্বত চূর্ণ করে, সেভাবেই সেই আঘাতে প্রলম্বাসুরের মস্তকও চূর্ণ হয়েছিল। সেই অসুর তখন রক্ত বমন করতে করতে ভূপতিত হল। গোপবালকেরা যখন শ্রীবলরামকে ফিরে আসতে দেখলেন, তখন তাঁরা পরমানন্দে তাঁকে আলিঙ্গন ও অভিনন্দিত করলেন। দেবতারা স্বর্গ থেকে পুষ্পমাল্য বর্ষণ ও তাঁর স্তুতি করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অথ কৃষ্ণঃ পরিবৃতো জ্ঞাতিভির্মুদিতাত্মভিঃ ।
অনুগীয়মানো ন্যবিশদ্ ব্রজং গোকুলমণ্ডিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **অথ**—তারপর; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **পরিবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **জ্ঞাতিভিঃ**—তাঁর সঙ্গীদের দ্বারা; **মুদিত-আত্মভিঃ**—আনন্দমগ্ন; **অনুগীয়মানঃ**—তাঁর মহিমা কীর্তিত হয়ে; **ন্যবিশৎ**—প্রবেশ করলেন; **ব্রজম্**—ব্রজে; **গো-কুল**—গোচারণভূমির দ্বারা; **মণ্ডিতম্**—সুশোভিত।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—নিরন্তর তাঁর মহিমা কীর্তনকারী তাঁর আনন্দমগ্ন সহচরবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে, শ্রীকৃষ্ণ তখন গোচারণভূমির দ্বারা সুশোভিত ব্রজে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ২

ব্রজে বিক্রীড়তোরেবং গোপালচ্ছদ্মমায়য়া ।
গ্রীষ্মো নামর্তুরভবন্নাতিপ্রেয়ান্ শরীরিণাম্ ॥ ২ ॥

ব্রজে—বৃন্দাবনে; **বিক্রীড়তোঃ**—যখন তাঁরা দুজনে ক্রীড়ারত ছিল; **এবম্**—এভাবেই; **গোপাল**—গোপবালক রূপে; **ছদ্ম**—ছদ্মবেশে; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **গ্রীষ্মঃ**—গ্রীষ্ম; **নাম**—নামক; **ঋতুঃ**—ঋতু; **অভবৎ**—আবির্ভূত হল; **ন**—নয়; **অতিপ্রেয়ান্**—অত্যন্ত সুখদায়ক; **শরীরিণাম্**—দেহীগণের।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম যখন সাধারণ গোপবালকের ছদ্মবেশে বৃন্দাবনে এভাবেই জীবন উপভোগ করছিলেন, তখন ধীরে ধীরে গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাব হল। দেহীগণের পক্ষে এই ঋতুটি অত্যন্ত সুখদায়ক নয়।

তাৎপর্য

লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ এভাবে মন্তব্য করেছেন—"ভারতবর্ষে এই গ্রীষ্মকাল তত সুখদায়ক নয়, কারণ সেই সময় প্রচণ্ড গরম হয়। কিন্তু বৃন্দাবনে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন, কারণ গ্রীষ্ম সেখানে ঠিক বসন্তের মতোই আবির্ভূত হয়েছিল।"

শ্লোক ৩

স চ বৃন্দাবনগুণৈর্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ ।
যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাদ্ রামেণ সহ কেশবঃ ॥ ৩ ॥

সঃ—এই (গ্রীষ্মকাল); **চ**—তা সত্ত্বেও; **বৃন্দাবন**—শ্রীবৃন্দাবনের; **গুণৈঃ**—অপ্রাকৃত গুণাবলীর দ্বারা; **বসন্তঃ**—বসন্তকাল; **ইব**—যেন; **লক্ষিতঃ**—লক্ষণ প্রকাশ করে; **যত্র**—যেখানে (বৃন্দাবনে); **আস্তে**—থাকেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **রামেণ সহ**—শ্রীবলরামের সঙ্গে একত্রে; **কেশবঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

গ্রীষ্ম সত্ত্বেও, যেহেতু বলরামের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং বৃন্দাবনে বাস করছিলেন, তাই গ্রীষ্মও বসন্তের গুণাবলীতে প্রকাশিত ছিল। বৃন্দাবনের ভূমি এমনই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

শ্লোক ৪

যত্র নির্ঝরনির্হ্রাদনিবৃত্তস্বনঝিল্লিকম্ ।
শশ্বত্তচ্ছীকরর্জীষদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৪ ॥

যত্র—যেখানে (বৃন্দাবনে); **নির্ঝর**—ঝরণাগুলির; **নির্হ্রাদ**—ধ্বনিতে; **নিবৃত্ত**—থেমে যেত; **স্বন**—শব্দ; **ঝিল্লিকম্**—ঝিঁঝি পোকার; **শশ্বৎ**—নিরন্তর; **তৎ**—সেই (ঝরণাগুলির); **শীকর**—জলকণার দ্বারা; **ঋজীষ**—সিক্ত; **দ্রুম**—বৃক্ষ; **মণ্ডল**—রাজি; **মণ্ডিতম্**—ভূষিত করত।

অনুবাদ

বৃন্দাবনে ঝরণার উচ্চ ধ্বনিতে ঝিঁঝির শব্দ আচ্ছন্ন হয়ে যেত এবং সেই ঝরণা থেকে উত্থিত জলকণা দ্বারা নিরন্তর সিক্ত বৃক্ষরাজি সমগ্র অঞ্চলকে সুশোভিত করত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে এবং পরবর্তী আরও তিনটি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিভাবে গ্রীষ্মকালেও বৃন্দাবন বসন্তের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করত।

শ্লোক ৫

সরিৎসরঃপ্রস্রবণোর্মিবায়ুনা
কহ্লারকঞ্জোৎপলবেণুহারিণা ।
ন বিদ্যতে যত্র বনৌকসাং দবো
নিদাঘবহ্ন্যর্কভবোঽতিশাদ্বলে ॥ ৫ ॥

সরিৎ—নদী; **সরঃ**—ও সরোবরের; **প্রস্রবণ**—প্রস্রবণ; **ঊর্মি**—ঢেউ; **বায়ুনা**—বায়ুর দ্বারা; **কহ্লার-কঞ্জ-উৎপল**—কহ্লার, কঞ্জ ও উৎপল নামক পদ্মগুলির; **রেণু**—রেণু; **হারিণা**—বহনকারী; **ন বিদ্যতে**—সেখানে ছিল না; **যত্র**—যেখানে; **বন-ওকসাম্**—বনবাসীদের জন্য; **দবঃ**—পীড়াদায়ক উত্তাপ; **নিদাঘ**—গ্রীষ্ম ঋতুর; **বহ্নি**—দাবানল; **অর্ক**—এবং সূর্যের দ্বারা; **ভবঃ**—উৎপন্ন; **অতি-শাদ্বলে**—যেখানে প্রচুর সবুজ ঘাস ছিল।

অনুবাদ

বিভিন্ন ধরনের পদ্ম ও জলজ ফুলের রেণু বহনকারী বাতাস সরোবর ও প্রবহমান নদীগুলির ঢেউয়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র বৃন্দাবনকে শীতল করে দিত। তার ফলে সেখানকার অধিবাসীরা গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য ও ঋতুকালীন দাবানল থেকে উৎপন্ন উত্তাপ ভোগ করত না। বাস্তবিকপক্ষে, বৃন্দাবনে সবুজ ঘাসের প্রাচুর্য ছিল।

শ্লোক ৬

অগাধতোয়হ্রদিনীতটোর্মিভির্
দ্রবৎপুরীষ্যাঃ পুলিনৈঃ সমন্ততঃ।
ন যত্র চণ্ডাংশুকরা বিষোল্বণা
ভুবো রসং শাদ্বলিতং চ গৃহ্নতে ॥ ৬ ॥

অগাধ—অত্যন্ত গভীর; **তোয়**—যার জল; **হ্রদিনী**—নদীগুলির; **তট**—তীরে; **ঊর্মিভিঃ**—ঢেউ দ্বারা; **দ্রবৎ**—দ্রবীভূত হত; **পুরীষ্যাঃ**—যার কাদা; **পুলিনৈঃ**—বালুকাময় তীরভূমির দ্বারা; **সমন্ততঃ**—সমস্ত দিকে; **ন**—না; **যত্র**—যার ফলে; **চণ্ড**—সূর্যের; **অংশু-করাঃ**—কিরণ; **বিষ**—বিষতুল্য; **উল্বণাঃ**—প্রচণ্ড; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **রসম্**—রস; **শাদ্বলিতম্**—সবুজত্ব; **চ**—এবং; **গৃহ্নতে**—অপহরণ করা।

অনুবাদ

তাদের প্রবাহিত ঢেউয়ের দ্বারা গভীর নদীগুলি তাদের তীরভূমিগুলিকে সিক্ত করে তাদেরকে আর্দ্র ও কর্দমাক্ত করে তুলত। তাই বিষতুল্য প্রচণ্ড সূর্যকিরণ ভূমির প্রাণরসকে বাষ্পীভূত করতে এবং তার সবুজ ঘাসকে দগ্ধ করতে পারেনি।

শ্লোক ৭

বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজম্।
গায়ন্ময়ূরভ্রমরং কূজৎকোকিলসারসম্ ॥ ৭ ॥

বনম্—বন; **কুসুমিতম্**—পুষ্পে পরিপূর্ণ; **শ্রীমৎ**—অত্যন্ত শোভাসম্পন্ন; **নদৎ**—শব্দায়মান; **চিত্র**—নানা বর্ণের; **মৃগ**—পশু; **দ্বিজম্**—ও পক্ষী; **গায়ন্**—গান করে; **ময়ূর**—ময়ূর; **ভ্রমরম্**—ও ভ্রমরেরা; **কূজৎ**—কূজন করে; **কোকিল**—কোকিল; **সারসম্**—ও সারস।

অনুবাদ

পুষ্পসমূহের দ্বারা বৃন্দাবনের বন সুন্দরভাবে সুশোভিত হয়েছিল এবং অনেক রকম পশু ও পক্ষীর শব্দে পূর্ণ ছিল। ময়ূর ও ভ্রমরেরা গান করছিল, আর কোকিল ও সারসেরা কূজন করছিল।

শ্লোক ৮

ক্রীড়িষ্যমাণস্তৎ কৃষ্ণো ভগবান্ বলসংযুতঃ ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোপৈর্গোধনৈঃ সংবৃতোঽবিশৎ ॥ ৮ ॥

ক্রীড়িষ্যমাণঃ—ক্রীড়া করবেন বলে মনস্থ করে; **তৎ**—সেই (বৃন্দাবনের বন); **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **বলসংযুতঃ**—বলরামের সঙ্গে; **বেণুম্**—তাঁর বাঁশি; **বিরণয়ন**—বাজিয়ে; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের দ্বারা; **গো-ধনৈঃ**—এবং গাভীগণ, যারা তাঁদের সম্পদস্বরূপ; **সংবৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **অবিশৎ**—তিনি প্রবেশ করলেন।

অনুবাদ

লীলা করবেন বলে মনস্থ করে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক ও গাভীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীবলরামের সঙ্গে বাঁশি বাজাতে বাজাতে বৃন্দাবনের বনে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৯

প্রবালবর্হস্তবকস্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ ।
রামকৃষ্ণাদয়ো গোপা ননৃতুর্যুযুধুর্জগুঃ ॥ ৯ ॥

প্রবাল—কচি পাতা; **বর্হ**—ময়ূরপুচ্ছ; **স্তবক**—ছোট ফুলের গুচ্ছ; **স্রক্**—মালা; **ধাতু**—বর্ণময় খনিজদ্রব্য; **কৃত-ভূষণাঃ**—তাঁদের অলঙ্কার রূপে পরিধান করে; **রাম-কৃষ্ণ-আদয়ঃ**—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে; **গোপাঃ**—গোপবালকেরা; **ননৃতুঃ**—নৃত্য করেছিলেন; **যুযুধুঃ**—যুদ্ধ করেছিলেন; **জগুঃ**—গান করেছিলেন।

অনুবাদ

ময়ূরপুচ্ছ, মালা, ফুলের গুচ্ছ ও বর্ণময় খনিজদ্রব্য সহ কচি পাতার দ্বারা নিজেদের সুশোভিত করে বলরাম, কৃষ্ণ ও তাঁদের গোপসখারা পরস্পর নৃত্য, যুদ্ধ ও গান করেছিলেন।

শ্লোক ১০

কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্ ।
বেণুপাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংসুরথাপরে ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ—যখন কৃষ্ণ নৃত্য করছিলেন; **কেচিৎ**—তাঁদের কেউ কেউ; **জগুঃ**—গান করছিলেন; **কেচিৎ**—কেউ; **অবাদয়ন্**—মধুরভাবে সঙ্গত করছিলেন; **বেণু**—বাঁশি; **পাণি-তলৈঃ**—ও করতাল সহযোগে; **শৃঙ্গৈঃ**—শিঙা সহযোগে; **প্রশশংসুঃ**—প্রশংসা করছিলেন; **অথ**—এবং; **অপরে**—অন্যেরা।

অনুবাদ

যখন কৃষ্ণ নৃত্য করছিলেন, তখন কোনও কোনও গোপবালক গান করে এবং কেউ কেউ বাঁশি, করতাল ও শিঙা বাজিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করছিলেন, আর অন্যেরা সকলে তাঁর নৃত্যের প্রশংসা করছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণকে উৎসাহ দান করার জন্য গোপবালকদের কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবে তাঁর নৃত্যের প্রশংসা করেছিলেন।

শ্লোক ১১

গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণৌ ।
ঈড়িরে কৃষ্ণরামৌ চ নটা ইব নটং নৃপ ॥ ১১ ॥

গোপ-জাতি—গোপ-সম্প্রদায়ভুক্ত রূপে; **প্রতিচ্ছন্নাঃ**—ছদ্মবেশী; **দেবাঃ**—দেবতারা; **গোপাল-রূপিণৌ**—যাঁরা গোপবালকদের রূপ ধারণ করেছিলেন; **ঈড়িরে**—তাঁরা উপাসনা করেছিলেন; **কৃষ্ণ-রামৌ**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামের; **চ**—এবং; **নটাঃ**—পেশাদারী নর্তক; **ইব**—ঠিক যেন; **নটম্**—অন্য নর্তককে; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন, নটগণ যেমন অন্য নটের স্তুতি করে, ঠিক তেমনই দেবতারা গোপ-সম্প্রদায়ভুক্ত রূপে ছদ্মবেশের দ্বারা নিজেদেরকে গোপন করেছিলেন এবং গোপবালক রূপে আবির্ভূত কৃষ্ণ ও বলরামের স্তুতি করছিলেন।

শ্লোক ১২

ভ্রমণৈর্লঙ্ঘনৈঃ ক্ষেপৈরাস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ ।
চিক্রীড়তুর্নিযুদ্ধেন কাকপক্ষধরৌ ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

ভ্রমণৈঃ—ঘুরপাক খাওয়া; **লঙ্ঘনৈঃ**—লম্ফ; **ক্ষেপৈঃ**—নিক্ষেপ; **আস্ফোটন**—চড় মারা; **বিকর্ষণৈঃ**—এবং হেঁচড়ে টেনে নেওয়ার দ্বারা; **চিক্রীড়তুঃ**—তাঁরা (কৃষ্ণ ও বলরাম) খেলতেন; **নিযুদ্ধেন**—যুদ্ধ দ্বারা; **কাকপক্ষ**—তাঁদের মাথার পাশে কেশগুচ্ছ; **ধরৌ**—ধরে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও।

অনুবাদ

কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁদের গোপবালক সখাগণের সঙ্গে ঘুরপাক খাওয়া, লম্ফ প্রদান, নিক্ষেপ, চড় মারা, হেঁচড়ে টেনে নেওয়া ও যুদ্ধের দ্বারা খেলা করতেন। কখনও কখনও কৃষ্ণ ও বলরাম বালকদের মাথার চুল ধরে টানতেন।

তাৎপর্য

আচার্যগণ এই শ্লোকটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন—*ভ্রমণৈঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, বালকেরা নিজেদেরকে যন্ত্র মনে করে, কখনও কখনও যতক্ষণ না তাঁদের মাথা ঝিমঝিম করছে ততক্ষণ ঘুরপাক খেতেন। তাঁরা কখনও কখনও লাফালাফিও (*লঙ্ঘনৈঃ*) করতেন। *ক্ষেপৈঃ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, তাঁরা কখনও কখনও বল বা পাথর জাতীয় জিনিস নিয়ে জোরে নিক্ষেপ করতেন এবং কখনও তাঁরা পরস্পরের বাহু টেনে ধরে একে অপরকে ছুঁড়ে ফেলতেন। *আস্ফোটন* শব্দের অর্থ হচ্ছে কখনও কখনও তাঁরা একে অপরের কাঁধে বা পিঠে চাপড় মারতেন এবং *বিকর্ষণৈঃ* শব্দটির দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে তাঁরা একে অপরকে খেলার মাঝখানে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আসতেন। *নিযুদ্ধেন* শব্দটির দ্বারা মল্লযুদ্ধ বা অন্যান্য ধরনের বন্ধুত্বসুলভ যুদ্ধক্রীড়াকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। *কাকপক্ষধরৌ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, কৃষ্ণ ও বলরাম কখনও কখনও খেলাচ্ছলে অন্যান্য গোপবালকদের চুলের গুচ্ছ ধরে টেনে ধরতেন।

শ্লোক ১৩

ক্বচিন্নৃত্যৎসু চান্যেষু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ম্ ।
শশংসতুর্মহারাজ সাধু সাধ্বিতি বাদিনৌ ॥ ১৩ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **নৃত্যৎসু**—তাঁরা যখন নৃত্য করছিলেন; **চ**—এবং; **অন্যেষু**—অন্যেরা; **গায়কৌ**—তাঁরা দুজন (কৃষ্ণ ও বলরাম) গান করে; **বাদকৌ**—

তাঁরা উভয়েই বাদ্যযন্ত্র সঙ্গত করে; স্বয়ম্—নিজেরা; শশংসতুঃ—তাঁরা প্রশংসা করতেন; মহা-রাজ—হে মহারাজ; সাধু সাধু ইতি—'খুব ভাল, খুব ভাল'; বাদিনৌ—বলে।

অনুবাদ

হে মহারাজ, অন্য বালকেরা যখন নৃত্য করছিলেন, তখন কৃষ্ণ ও বলরাম কখনও কখনও গান ও বাদ্যযন্ত্র দ্বারা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গত করতেন এবং কখনও কখনও দুই প্রভু বালকদের 'খুব ভাল! খুব ভাল!' বলে প্রশংসা করতেন।

শ্লোক ১৪

ক্বচিদ্ বিল্বৈঃ ক্বচিৎকুম্ভৈঃ ক্বচামলকমুষ্টিভিঃ ।
অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ ক্বচিন্মৃগখগেহয়া ॥ ১৪ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; বিল্বৈঃ—বেল ফলের দ্বারা; ক্বচিৎ—কখনও কখনও; কুম্ভৈঃ—কুম্ভ ফলের দ্বারা; ক্বচ—এবং কখনও; আমলকমুষ্টিভিঃ—হাতভর্তি আমলকি ফলের দ্বারা; অস্পৃশ্য—ছোঁয়াছুঁয়ি খেলার দ্বারা; নেত্র-বন্ধ—কানামাছি খেলা; আদ্যৈঃ—ইত্যাদি; ক্বচিৎ—কখনও; মৃগ—পশু; খগ—ও পক্ষীর মতো; ঈহয়া—অভিনয় করে।

অনুবাদ

কখনও কখনও গোপবালকেরা বিল্ব অথবা কুম্ভ ফলের দ্বারা এবং কখনও বা হাতভর্তি আমলকি ফলের দ্বারা খেলা করতেন। অন্য সময়ে তাঁরা পরস্পরকে ছোঁয়াছুঁয়ি অথবা কানামাছি আদি খেলা করতেন এবং কখনও তাঁরা পশু-পক্ষীর অনুকরণ করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, *আদ্যৈঃ* অর্থাৎ 'এই রকম অন্যান্য খেলাধুলার দ্বারা' কথাটির মাধ্যমে একে অপরের প্রতি ধাবিত হওয়া এবং সেতুবন্ধন জাতীয় ক্রীড়াকে নির্দেশ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন মধ্যাহ্নে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন, তখন আর একটি লীলা অনুষ্ঠিত হত। নিকটবর্তী স্থান দিয়ে কিশোরী গোপকন্যারা গান করতে করতে গেলে, কৃষ্ণের সখারা তাঁদের কাছে দুধের দাম কত তা অনুসন্ধান করার ভান করে, তাঁদের কাছ থেকে দধি ও অন্যান্য সামগ্রী চুরি করে দৌড়ে পালাতেন। কৃষ্ণ, বলরাম ও তাঁদের সখারা নৌকা করে নদী পার হবার খেলাও খেলতেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বর্ণনা করেছেন যে, বালকেরা ফল নিয়ে কিছু সংখ্যক শূন্যে ছুঁড়ে আর বাকিগুলি অন্যদের আঘাত করবার জন্য ছুঁড়ে খেলা করতেন। *নেত্রবন্ধ* শব্দটি এক রকম খেলাকে নির্দেশ করছে, যেখানে কোনও বালক কোনও চোখবাঁধা বালকের পিছনের দিক এসে তাঁর চোখের উপর হাতের তালু স্থাপন করবে, তার পর কেবলমাত্র তাঁর হাতের তালুটিকে অনুভব করে চোখবাঁধা বালকটিকে অনুমান করে বলতে হবে অন্য বালকটি কে। এই ধরনের সব খেলাতেই বালকেরা কে জিতবে তাঁর পক্ষে বাঁশি কিংবা ভ্রমণ করার ছড়ি বাজি ধরতেন। কখনও কখনও বালকেরা বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর যুদ্ধপ্রণালী অনুকরণ করতেন এবং অন্য সময়ে পাখিদের মতো কিচির মিচির করতেন।

শ্লোক ১৫

ক্বচিচ্চ দর্দুরপ্লাবৈর্বিবিধৈরুপহাসকৈঃ ।
কদাচিৎ স্যন্দোলিকয়া কর্হিচিন্নৃপচেষ্টয়া ॥ ১৫ ॥

ক্বচিৎ—কখনও কখনও; **চ**—এবং; **দর্দুর**—ব্যাঙের মতো; **প্লাবৈঃ**—লম্ফ প্রদানের দ্বারা **বিবিধৈঃ**—বিভিন্ন; **উপহাসকৈঃ**—উপহাসের দ্বারা; **কদাচিৎ**—কখনও; **স্যন্দোলিকয়া**—দোলনায় চড়ে; **কর্হিচিৎ**—এবং কখনও বা; **নৃপচেষ্টয়া**—রাজা হওয়ার ভান করে।

অনুবাদ

তাঁরা কখনও ব্যাঙের মতো চতুর্দিকে লম্ফ প্রদান করতেন, কখনও নানাবিধ উপহাসের দ্বারা ক্রীড়া করতেন, কখনও দোলনায় চড়তেন এবং কখনও বা রাজার অনুকরণ করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *নৃপচেষ্টয়া* শব্দটি এভাবে বর্ণনা করেছেন—বৃন্দাবনে নদীর তীরে নির্দিষ্ট কোনও একটি স্থান ছিল, যেখানে যমুনা পার হতে গেলে মানুষজনকে সামান্য কর প্রদান করতে হত। কখনও কখনও গোপবালকেরা সেই এলাকায় সমবেত হয়ে বৃন্দাবনের যুবতী কন্যাদের যমুনা পার হতে বাধা দিতেন এবং জোর দিয়ে বলতেন যে, তাঁদের প্রথমে শুল্ক প্রদান করতে হবে। এই প্রকার কার্যকলাপগুলি ছিল হাসি-ঠাট্টায় পূর্ণ।

শ্লোক ১৬

এবং তৌ লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনে ।
নদ্যদ্রিদ্রোণিকুঞ্জেষু কাননেষু সরঃসু চ ॥ ১৬ ॥

এবম্—এভাবেই; **তৌ**—কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁরা দুজনে; **লোক-সিদ্ধাভিঃ**—মানব-সমাজে যা সুপরিচিত; **ক্রীড়াভিঃ**—ক্রীড়ার দ্বারা; **চেরতুঃ**—তাঁরা ভ্রমণ করছিলেন; **বনে**—বনে; **নদী**—নদীতে; **অদ্রি**—পর্বতে; **দ্রোণি**—উপত্যকায়; **কুঞ্জেষু**—এবং কুঞ্জবনে; **কাননেষু**—উপবনে; **সরঃসু**—সরোবরে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

এভাবেই কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনের নদী, পর্বত, উপত্যকা, উপবন, কুঞ্জবন ও সরোবরে ভ্রমণ করে সমস্ত রকমের লৌকিক ক্রীড়াসমূহ খেলা করতেন।

শ্লোক ১৭

পশূংশ্চারয়তোর্গোপৈস্তদ্বনে রামকৃষ্ণয়োঃ ।
গোপরূপী প্রলম্বোঽগাদসুরস্তজ্জিহীর্ষয়া ॥ ১৭ ॥

পশূন্—পশুদের; **চারয়তোঃ**—তাঁরা দুইজনে যখন চরাচ্ছিলেন; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের সঙ্গে; **তৎ-বনে**—বৃন্দাবনের সেই বনে; **রাম-কৃষ্ণয়োঃ**—শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ; **গোপ-রূপী**—গোপবালকের রূপ ধারণ করে; **প্রলম্বঃ**—প্রলম্ব; **অগাৎ**—উপস্থিত হল; **অসুরঃ**—অসুর; **তৎ**—তাঁদেরকে; **জিহীর্ষয়া**—অপহরণ করার ইচ্ছায়।

অনুবাদ

রাম, কৃষ্ণ ও তাঁদের গোপসখারা যখন এভাবেই বৃন্দাবনের সেই বনে গোচারণ করছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে প্রলম্বাসুর প্রবেশ করল। কৃষ্ণ ও বলরামকে অপহরণ করার উদ্দেশ্যে সে এক গোপবালকের রূপ ধারণ করল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ ও বলরাম কিভাবে একজন সাধারণ বালকের মতো আচরণ করেছিলেন তা বর্ণনা করার পর, শুকদেব গোস্বামী এখন ভগবানের একটি অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করবেন যা মানুষের সাধ্যের অতীত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, প্রলম্বাসুর একজন নির্দিষ্ট গোপবালকের রূপ ধারণ করেছিল, যিনি কোনও কর্তব্য অনুষ্ঠানের জন্য সেই দিন গৃহে অবস্থান করছিলেন।

শ্লোক ১৮

তং বিদ্বানপি দাশার্হো ভগবান্ সর্বদর্শনঃ ।
অন্বমোদত তৎসখ্যং বধং তস্য বিচিন্তয়ন্ ॥ ১৮ ॥

তম্—তাঁকে, প্রলম্বাসুরকে; **বিদ্বান্**—ভালভাবে জানতে পেরে; **অপি**—এমন কি যদিও; **দাশার্হঃ**—দশার্হ বংশধর; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব-দর্শনঃ**—সর্বদর্শী;

অন্বমোদত—গ্রহণ করলেন; তৎ—তার; সখ্যম্—সখ্যতা; বধম্—হত্যা; তস্য—তার; বিচিন্তয়ন্—চিন্তা করে।

অনুবাদ

যেহেতু দশার্হ বংশে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদর্শী, তাই তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, অসুরটি কে ছিল। তবুও, তাকে কিভাবে হত্যা করা যায় সেই কথা গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করে, ভগবান অসুরকে সখারূপে গ্রহণ করার ভান করলেন।

শ্লোক ১৯

তত্রোপাহূয় গোপালান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহারবিৎ ।
হে গোপা বিহারিষ্যামো দ্বন্দ্বীভূয় যথাযথম্ ॥ ১৯ ॥

তত্র—সেই কারণে; উপাহূয়—আহ্বান করে; গোপালান্—গোপবালকগণকে; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; প্রাহ—বললেন; বিহার-বিৎ—ক্রীড়ারসজ্ঞ; হে গোপাঃ—হে গোপবালকগণ; বিহারিষ্যামঃ—আমরা খেলা করব; দ্বন্দ্বী-ভূয়—দুটি দলে বিভক্ত হয়ে; যথা-যথম্—যথাযথভাবে।

অনুবাদ

ক্রীড়ারসজ্ঞ কৃষ্ণ তখন গোপবালকগণকে একত্রে আহ্বান করে বললেন—"হে গোপবালকগণ! চল, এখন আমরা নিজেদের দুটি সমান দলে ভাগ করে নিয়ে খেলা করি।"

তাৎপর্য

যথাযথম্ শব্দটি অর্থ প্রকাশ করছে যে, কৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই চেয়েছিলেন দুটি দলই যেন সমানভাবে উপযুক্ত হয় যাতে খেলাটি জমে ওঠে। খেলার আনন্দ ছাড়া, এই খেলার উদ্দেশ্য ছিল প্রলম্বাসুরকে বধ করা।

শ্লোক ২০

তত্র চক্রুঃ পরিবৃঢ়ৌ গোপা রামজনার্দনৌ ।
কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনঃ কেচিদাসন্ রামস্য চাপরে ॥ ২০ ॥

তত্র—সেই ক্রীড়ায়; চক্রুঃ—তাঁরা নির্বাচিত করল; পরিবৃঢ়ৌ—দুই দলের নেতা; গোপাঃ—গোপবালকগণ; রাম-জনার্দনৌ—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে; কৃষ্ণ-সঙ্ঘট্টিনঃ—কৃষ্ণের পক্ষে; কেচিৎ—তাঁদের কয়েকজন; আসন্—হলেন; রামস্য—বলরামের; চ—এবং; অপরে—অন্যেরা।

অনুবাদ

গোপবালকগণ কৃষ্ণ ও বলরামকে দুটি দলের নেতা নির্বাচিত করলেন। বালকগণের কেউ কেউ কৃষ্ণের পক্ষে এবং অন্যেরা বলরামের পক্ষে যোগদান করলেন।

শ্লোক ২১

আচেরুর্বিবিধাঃ ক্রীড়া বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ ।
যত্রারোহন্তি জেতারো বহন্তি চ পরাজিতাঃ ॥ ২১ ॥

আচেরুঃ—তাঁরা আচরণ করলেন; **বিবিধাঃ**—নানাবিধ; **ক্রীড়াঃ**—ক্রীড়া; **বাহ্য**—বহনের দ্বারা; **বাহক**—বহনকারী; **লক্ষণাঃ**—বৈশিষ্ট্য; **যত্র**—যেখানে; **আরোহন্তি**—আরোহণ করত; **জেতারঃ**—বিজয়ীগণকে; **বহন্তি**—বহন করত; **চ**—এবং; **পরাজিতাঃ**—পরাজয়ীগণ।

অনুবাদ

বালকগণ বহনকারী ও আরোহী সম্পর্কিত নানাবিধ ক্রীড়া করতেন। এই সমস্ত ক্রীড়ায় বিজয়ীরা পরাজিতদের পিঠে আরোহণ করতেন এবং পরাজিতরা বিজয়ীদেরকে বহন করতেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী *বিষ্ণু পুরাণ* (৫/৯/১২) থেকে নিম্নোক্ত প্রাসঙ্গিক শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন—

হরিণাক্রীড়নং নাম বালক্রীড়নকং ততঃ ।
প্রক্রীড়তা হি তে সর্বে দ্বৌ দ্বৌ যুগপদুৎপতন্ ॥

"তাঁরা তখন *হরিণাক্রীড়নম্* নামক বাল-ক্রীড়া খেললেন, যেখানে প্রত্যেকটি বালক জোড়ায় জোড়ায় মিলিত হয়ে সকলে যুগপৎভাবে তাঁদের নির্দিষ্ট প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করত।"

শ্লোক ২২

বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ চারয়ন্তশ্চ গোধনম্ ।
ভাণ্ডীরকং নাম বটং জগ্মুঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ ॥ ২২ ॥

বহন্তঃ—বহন করে; **বাহ্যমানাঃ**—বাহিত হয়ে; **চ**—এবং; **চারয়ন্তঃ**—চারণ করতে করতে; **চ**—ও; **গো-ধনম্**—গোসমূহ; **ভাণ্ডীরকম্ নাম**—ভাণ্ডীরক নামক; **বটম্**—বট বৃক্ষের দিকে; **জগ্মুঃ**—তাঁরা গমন করলেন; **কৃষ্ণ-পুরঃ-গমাঃ**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা চালিত হয়ে।

অনুবাদ

এভাবেই একে অপরকে বহন করে ও বাহিত হয়ে এবং সেই সঙ্গে গোচারণ করতে করতে বালকগণ কৃষ্ণকে অনুসরণ করে ভাণ্ডীরক নামক বট বৃক্ষের দিকে গমন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী *শ্রীহরিবংশ (বিষ্ণুপর্ব ১১/১৮-২২)* থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি উল্লেখ করেছেন, যেখানে বট বৃক্ষের বর্ণনা করা হয়েছে—

দদর্শ বিপুলোদগ্র শাখিনং শাখিনাং বরম্ ।
স্থিতং ধরণ্যাং মেঘাভং নিবিড়ং দলসঞ্চয়ৈঃ ॥
গগনার্ধোচ্ছ্রিতাকারং পর্বতাভোগধারিণম্ ।
নীলচিত্রাঙ্গবর্ণৈশ্চ সেবিতং বহুভিঃ খগৈঃ ॥
ফলৈঃ প্রবালৈশ্চ ঘনৈঃ সেন্দ্রচাপঘনোপমম্ ।
ভবনাকারবিটপং লতাপুষ্পসুমণ্ডিতম্ ॥
বিশালমূলাবনতং পাবনাম্ভোদধারিণম্ ।
আধিপত্যমিবান্যেষাং তস্য দেশস্য শাখিনাম্ ॥
কুর্বাণং শুভকর্মাণং নিরাবর্ষমনাতপম্ ।
ন্যগ্রোধং পর্বতাগ্রাভং ভাণ্ডীরং নাম নামতঃ ॥

"বহু দীর্ঘ শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বৃক্ষশ্রেষ্ঠকে তাঁরা দর্শন করলেন। এর পাতার ঘন আচ্ছাদনের ফলে মনে হয় যেন পৃথিবীতে একটি মেঘ নেমে এসেছে। বাস্তবিকপক্ষে, এর রূপ এতটাই বৃহৎ যে, তাকে অর্ধেক আকাশ জুড়ে এক পর্বতের মতো প্রতীয়মান হয়। মনোহর নীল ডানাযুক্ত অনেক পাখি সেই বিশাল গাছটিতে ঘন ঘন আসা যাওয়া করে এবং গাছটির ঘন পাতা ও ফলের জন্য তাকে রামধনু সমন্বিত মেঘ কিংবা লতা ও পুষ্পে শোভিত একটি গৃহের মতো মনে হয়। সে তার স্থূল মূলসমূহকে নীচের দিকে বিস্তৃত করে আর নিজে পবিত্র মেঘরাশিকে বহন করে। ঐ অঞ্চলের অন্য সকল বৃক্ষের অধীশ্বর-স্বরূপ এই বট বৃক্ষটি বর্ষণ ও সূর্যতাপকে প্রতিহত করার মতো সকল শুভ কর্ম সম্পাদন করত। *ভাণ্ডীর* নামে পরিচিত সেই *ন্যগ্রোধ* বৃক্ষটির এমনই ছিল তার বাহ্য রূপ, যাকে মনে হত একটি বিশাল পর্বতের চূড়ার মতো।"

শ্লোক ২৩

রামসঙ্ঘট্টিনো যর্হি শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ ।
ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাংস্তানূহুঃ কৃষ্ণাদয়ো নৃপ ॥ ২৩ ॥

রাম-সঙ্ঘট্টিনঃ—শ্রীবলরামের পক্ষের বালকেরা; **যর্হি**—যখন; **শ্রীদাম-বৃষভ-আদয়ঃ**—শ্রীদাম, বৃষভ ও অন্যেরা (যেমন সুবল); **ক্রীড়ায়াম্**—ক্রীড়ায়; **জয়িনঃ**—জয়ী; **তান্ তান্**—তাঁদের প্রত্যেককে; **উহুঃ**—বহন করতেন; **কৃষ্ণ-আদয়ঃ**—কৃষ্ণ ও তাঁর পক্ষের বালকেরা; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, যখন বলরামের পক্ষীয় শ্রীদাম, বৃষভ ও অন্যেরা এই সমস্ত খেলায় জয়ী হতেন, তখন কৃষ্ণ ও তাঁর পক্ষের বালকেরা তাঁদের বহন করতেন।

শ্লোক ২৪

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ২৪ ॥

উবাহ—বহন করেছিলেন; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **শ্রীদামানম্**—তাঁর ভক্ত ও সখা শ্রীদামাকে; **পরাজিতঃ**—পরাজিত হয়ে; **বৃষভম্**—বৃষভকে; **ভদ্রসেনঃ**—ভদ্রসেন; **তু**—এবং; **প্রলম্বঃ**—প্রলম্ব; **রোহিণী-সুতম্**—রোহিণীর পুত্র (বলরামকে)।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হয়ে শ্রীদামাকে বহন করেছিলেন, ভদ্রসেন বৃষভকে বহন করেছিলেন এবং প্রলম্ব রোহিনীনন্দন বলরামকে বহন করেছিল।

তাৎপর্য

কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারে পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে তাঁর বালক বন্ধুদের দ্বারা পরাজিত হতে পারেন। এর উত্তরটি হচ্ছে যে, তাঁর আদি স্বরূপে ভগবান হচ্ছেন পরম ক্রীড়াশীল স্বভাব-বিশিষ্ট এবং সময়ে সময়ে তাঁর প্রিয়তম সখাগণের শক্তি কিংবা আকাঙ্ক্ষার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তা উপভোগ করেন। কখনও কখনও পিতা তাঁর প্রিয় শিশুটির দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে খেলাচ্ছলে ভূমিতে পতিত হয়ে থাকেন। ভালবাসার এই ধরনের আচরণ সকল পক্ষকেই আনন্দ প্রদান করে। তাই শ্রীদামা তাঁর প্রিয়তম সখা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দানের জন্য তাঁর স্কন্ধে আরোহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন, যিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ২৫

অবিষহ্যং মন্যমানঃ কৃষ্ণং দানবপুঙ্গবঃ ।
বহন্ দ্রুততরং প্রাগাদবরোহণতঃ পরম্ ॥ ২৫ ॥

অবিষহ্যম্—অপরাজেয়; মন্যমানঃ—বিবেচনা করে; কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণকে; দানব-পুঙ্গবঃ—সেই দানবশ্রেষ্ঠ; বহন্—বহন করে; দ্রুততরম্—অত্যন্ত দ্রুতবেগে; প্রাগাৎ—সে প্রস্থান করল; অবরোহণতঃ পরম্—অবতরণের স্থান থেকে দূরে।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণকে অপরাজেয় বিবেচনা করে, সেই দানবশ্রেষ্ঠ (প্রলম্ব) বলরামকে বহন করে অত্যন্ত দ্রুতবেগে যেখানে তার আরোহীকে অবতরণ করার কথা ছিল তার থেকে দূরে প্রস্থান করল।

তাৎপর্য

প্রলম্ব বলরামকে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল যাতে সে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করতে পারে।

শ্লোক ২৬

তমুদ্বহন্ ধরণিধরেন্দ্রগৌরবং
মহাসুরো বিগতরয়ো নিজং বপুঃ।
স আস্থিতঃ পুরটপরিচ্ছদো বভৌ
তড়িদ্দ্যুমানুড়ুপতিবাড়িবাম্বুদঃ ॥ ২৬ ॥

তম্—তাঁকে, শ্রীবলদেবকে; উদ্বহন্—ঊর্ধ্বে বহন করে; ধরণি-ধরেন্দ্র—পর্বতরাজ সুমেরুর মতো; গৌরবম্—যার ভার; মহা-অসুরঃ—মহা অসুর; বিগতরয়ঃ—তার গতিবেগ হারিয়ে; নিজম্—তার আসল; বপুঃ—দেহ; সঃ—সে; আস্থিতঃ—অবস্থিত হয়ে; পুরট—স্বর্ণ; পরিচ্ছদঃ—অলঙ্কৃত হওয়ায়; বভৌ—সে শোভিত হয়েছিল; তড়িৎ—বিদ্যুতের মতো; দ্যুমান্—চমকানো; উড়ু-পতি—চন্দ্র; বাট্—বহন করে; ইব—ঠিক যেন; অম্বুদঃ—একটি মেঘ।

অনুবাদ

সেই মহা অসুর বলরামকে বহন করতে থাকলে, তিনি প্রকাণ্ড সুমেরু পর্বতের মতো ভারী হয়ে উঠলেন, আর প্রলম্ব গতিরুদ্ধ হতে বাধ্য হল। তার পর সে তার আসল মূর্তি ধারণ করল—স্বর্ণময় অলঙ্কার দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায়, সেই উজ্জ্বল দেহটি চন্দ্র বহনকারী ও বিদ্যুৎ-চমকানো মেঘের মতো বলে মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

এখানে প্রলম্বাসুরকে মেঘের সঙ্গে, তাঁর স্বর্ণময় অলঙ্কারগুলিকে মেঘের অভ্যন্তরে বিদ্যুতের সঙ্গে এবং শ্রীবলরামকে মেঘবাহিত উজ্জ্বল চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বড় বড় দানবেরা তাদের যোগশক্তি প্রয়োগ করে বিভিন্ন রূপ ধারণ

করতে পারে। কিন্তু ভগবানের চিন্ময় শক্তি যখন তাদের শক্তিকে সঙ্কুচিত করে, তখন তারা আর কোনও কৃত্রিম রূপ ধারণ করতে সক্ষম হয় না এবং তখন অবশ্যই পুনরায় তাদের প্রকৃত আসুরিক দেহ প্রকট করতে বাধ্য হয়। শ্রীবলরাম হঠাৎ বিরাট পর্বতের মতো এত ভারী হয়ে উঠলেন যে, অসুরটি তাঁকে স্কন্ধে বহন করে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও, আর এগোতে পারল না।

শ্লোক ২৭

নিরীক্ষ্য তদ্বপুরলমম্বরে চরৎ
প্রদীপ্তদৃগ্ ভ্রুকুটিতটোগ্রদংষ্ট্রকম্ ।
জ্বলচ্ছিখং কটককিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষাদ্ভুতং হলধর ঈষদত্রসৎ ॥ ২৭ ॥

নিরীক্ষ্য—দর্শন করে; **তৎ**—প্রলম্বাসুরের; **বপুঃ**—শরীর; **অলম্**—দ্রুতবেগে; **অম্বরে**—আকাশে; **চরৎ**—বিচরণ করে; **প্রদীপ্ত**—উজ্জ্বল; **দৃক্**—তার চক্ষুদ্বয়; **ভ্রুকুটি**—ভ্রূকুটির; **তট**—সংলগ্ন; **উগ্র**—উগ্র; **দংষ্ট্রকম্**—তার দন্তসকল; **জ্বলৎ**—জ্বলন্ত; **শিখম্**—কেশ; **কটক**—তার বলয়; **কিরীট**—মুকুট; **কুণ্ডল**—ও কুণ্ডল; **ত্বিষা**—দীপ্তির দ্বারা; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **হলধরঃ**—হল অস্ত্র ধারণকারী শ্রীবলদেব; **ঈষৎ**—ঈষৎ; **অত্রসৎ**—ভীত হলেন।

অনুবাদ

হলধর শ্রীবলরাম যখন প্রদীপ্ত নয়ন, জ্বলন্ত কেশ, ভ্রূকুটিত সংলগ্ন উগ্র দন্তসকল এবং বলয়, কিরীট, কুণ্ডল প্রভায় বিচিত্র দ্রুত আকাশচারী সেই দানবের বিশাল দেহ দর্শন করলেন, তখন ভগবান ঈষৎ ভীত হয়েছিলেন বলে মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীবলদেবের তথাকথিত ভয়কে এভাবে বর্ণনা করেছেন—বলরাম খেলাচ্ছলে একজন সাধারণ গোপবালকের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন এবং এই লীলার ভাব বজায় রাখতে তিনি ভয়ঙ্কর আসুরিক দেহ দ্বারা কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছিলেন বলে তাঁকে মনে হয়েছিল। আরও যেহেতু অসুরটি কৃষ্ণের গোপবালক সখারূপে উপস্থিত হয়েছিল এবং কৃষ্ণ তাকে বন্ধুরূপে স্বীকার করেছিলেন, তাই বলদেব তাকে হত্যা করতে ঈষৎ কুণ্ঠিত ছিলেন। বলরাম এমনও চিন্তা করছিলেন যে, যেহেতু এই গোপবালকটি প্রকৃতপক্ষে ছদ্মবেশী একজন অসুর, ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটি এই রকম অসুর হয়ত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করছে! এভাবেই সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান বলরাম ভয়ঙ্কর প্রলম্বাসুরের সম্মুখে ঈষৎ ভীত হওয়ার লীলা প্রদর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

অথাগতস্মৃতিরভয়ো রিপুং বলো
বিহায় সার্থমিব হরন্তমাত্মনঃ ।
রুষাহনচ্ছিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা
সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা ॥ ২৮ ॥

অথ—তার পর; **আগত-স্মৃতিঃ**—নিজেকে স্মরণ করে; **অভয়ঃ**—নির্ভয়ে; **রিপুম্**—তাঁর শত্রুকে; **বলঃ**—শ্রীবলরাম; **বিহায়**—পরিত্যাগ করে; **সার্থম্**—সঙ্গীগণকে; **ইব**—বাস্তবিকপক্ষে; **হরন্তম্**—অপহরণ করে; **আত্মনঃ**—নিজের; **রুষা**—ক্রোধের সঙ্গে; **অহনৎ**—তিনি আঘাত করলেন; **শিরসি**—মস্তকের উপরে; **দৃঢ়েন**—দৃঢ়; **মুষ্টিনা**—তাঁর মুষ্টি দ্বারা; **সুর-অধিপঃ**—দেবতাদের রাজা ইন্দ্র; **গিরিম্**—একটি পর্বতকে; **ইব**—ঠিক যেমন; **বজ্র**—তাঁর বজ্রের; **রংহসা**—ক্ষিপ্র বেগে।

অনুবাদ

প্রকৃত অবস্থা স্মরণ করে, নির্ভীক বলরাম হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, সেই অসুরটি তাঁকে অপহরণ করার চেষ্টা করে তাঁকে তাঁর সঙ্গীদের থেকে দূরে নিয়ে এসেছে। ভগবান তখন ক্রোধান্বিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন তাঁর বজ্র দ্বারা পর্বতকে আঘাত করেন, তেমনভাবে তাঁর দৃঢ় মুষ্টি দ্বারা অসুরের মস্তকে আঘাত করলেন।

তাৎপর্য

প্রচুর বজ্রপাত পর্বতে আছড়ে পড়ে তার পাথুরে জমিকে যেভাবে খণ্ড খণ্ড করে, শ্রীবলরামের শক্তিশালী মুষ্টিও সেভাবেই অসুরের মস্তকের উপরে নেমে এসেছিল। *বিহায় সার্থমিব* কথাটিকে *বিহায়সা অর্থমিব* রূপেও বিভক্ত করা যেতে পারে, যার অর্থ হচ্ছে যে, আকাশের মহাজাগতিক পথে অসুরটি উড়ছিল, *বিহায়স*, বলরামকে বলপূর্বক নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে, যিনি ছিলেন তার *অর্থম্* অর্থাৎ কার্যের বিষয়।

শ্লোক ২৯

স আহতঃ সপদি বিশীর্ণমস্তকো
মুখাদ্ বমন্ রুধিরমপস্মৃতোঽসুরঃ ।
মহারবং ব্যসুরপতৎ সমীরয়ন্
গিরির্যথা মঘবত আয়ুধাহতঃ ॥ ২৯ ॥

সঃ—সে, প্রলম্বাসুর; **আহতঃ**—আঘাত প্রাপ্ত হয়ে; **সপদি**—তৎক্ষণাৎ; **বিশীর্ণ**—বিদীর্ণ হল; **মস্তকঃ**—তার মস্তক; **মুখাৎ**—তার মুখ থেকে; **বমন্**—বমি করতে

করতে; **রুধিরম্**—রক্ত; **অপস্মৃতঃ**—অচেতন; **অসুরঃ**—সেই অসুর; **মহারবম্**—বিকট শব্দ করতে করতে; **ব্যসুঃ**—প্রাণহীন; **অপতৎ**—সে পতিত হল; **সমীরয়ন্**—শব্দ করে; **গিরিঃ**—একটি পর্বতের; **যথা**—মতো; **মঘবতঃ**—ইন্দ্রের; **আয়ুধ**—অস্ত্রের দ্বারা; **আহতঃ**—আহত।

অনুবাদ

এভাবেই বলরামের মুষ্টির দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, প্রলম্বের মস্তক তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হল। অসুরটি মুখ দিয়ে রক্ত বমন করে তার সকল চেতনা হারাল এবং তার পর ইন্দ্রের বজ্রের দ্বারা বিধ্বস্ত কোনও পর্বতের মতো বিকট শব্দ করতে করতে সে প্রাণহীন হয়ে ভূমিতে পতিত হল।

শ্লোক ৩০

দৃষ্ট্বা প্রলম্বং নিহতং বলেন বলশালিনা ।
গোপাঃ সুবিস্মিতা আসন্ সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ ॥ ৩০ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **প্রলম্বম্**—প্রলম্বাসুরকে; **নিহতম্**—নিহত; **বলেন**—শ্রীবলরামের দ্বারা; **বল-শালিনা**—বলশালী; **গোপাঃ**—গোপবালকগণ; **সুবিস্মিতা**—অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত; **আসন্**—হলেন; **সাধু সাধু**—'সাধু, সাধু'; **ইতি**—এই সকল শব্দ; **বাদিনঃ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

কিভাবে বলশালী বলরাম প্রলম্বাসুরকে বধ করেছিলেন তা দেখে গোপবালকগণ অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে 'সাধু! সাধু!' রব করলেন।

শ্লোক ৩১

আশিষোঽভিগৃণন্তস্তং প্রশশংসুস্তদর্হণম্ ।
প্রেত্যাগতমিবালিঙ্গ্য প্রেমবিহ্বলচেতসঃ ॥ ৩১ ॥

আশিষঃ—আশীর্বাদ; **অভিগৃণন্তঃ**—প্রচুর প্রদান করে; **তম্**—তাঁকে; **প্রশশংসুঃ**—তাঁরা প্রশংসা করলেন; **তৎ-অর্হণম্**—যিনি প্রশংসার যোগ্য তাঁকে; **প্রেত্য**—মৃত্যু থেকে; **আগতম্**—প্রত্যাগত; **ইব**—যেন; **আলিঙ্গ্য**—আলিঙ্গন করে; **প্রেম**—প্রেমবশত; **বিহ্বল**—অভিভূত; **চেতসঃ**—তাঁদের মন।

অনুবাদ

সকল প্রশংসার যোগ্য সেই বলরামকে তাঁরা প্রচুর আশীর্বাদ প্রদান করে তাঁর প্রশংসা করলেন। প্রেমের দ্বারা তাঁদের চিত্ত অভিভূত, তাই তাঁরা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন যেন তিনি মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছেন।

শ্লোক ৩২

পাপে প্রলম্বে নিহতে দেবাঃ পরমনির্বৃতাঃ ।
অভ্যবর্ষন্ বলং মাল্যৈঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিতি ॥ ৩২ ॥

পাপে—পাপী; **প্রলম্বে**—প্রলম্বাসুর; **নিহতে**—নিহত হলে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **পরম**—অতিশয়; **নির্বৃতাঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে; **অভ্যবর্ষন্**—বর্ষণ করেছিলেন; **বলম্**—শ্রীবলরামের উপর; **মাল্যৈঃ**—ফুলের মালার দ্বারা; **শশংসুঃ**—তাঁরা প্রশংসা নিবেদন করেছিলেন; **সাধু সাধু ইতি**—'সাধু, সাধু' বলে।

অনুবাদ

পাপী প্রলম্বাসুর নিহত হলে, দেবতাগণ অত্যন্ত সুখ অনুভব করে শ্রীবলরামের উপর পুষ্পমাল্য বর্ষণ করলেন এবং 'সাধু, সাধু' বলে তাঁর কার্যের প্রশংসা করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীবলরামের প্রলম্বাসুর বধ' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।